দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 19 OCT 1995
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৭

৪।

যশোর বোর্ড খাতা কেলেঙ্কারির নায়করা ধরাছোঁয়ার বাইরে ॥ ঘটনা চাপা দেয়ার চেষ্টা

অমল সাহা, *খুলনা অফিস*

যশোর শিক্ষা বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষার খাতা কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িত মূল নায়করা এখনও ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেছে। একই সঙ্গে চাঞ্চল্যকর এ ঘটনাকে ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।

ভুয়া কাগজপত্রের মাধ্যমে একটি সংঘবদ্ধ দুর্নীতিবাজ চক্র ১৯৯৫ সালে অনুষ্ঠিত এইচএসসি পরীক্ষার ইংরেজী প্রথমপত্রের ৭শ' উত্তরপত্র বোর্ড থেকে তোলে। গত ১৩ আগস্ট খুলনা থানার ওসি'র নেতৃত্বে একদল পুলিশনগরীর ডাকবাংলো আবাসিক হোটেলের ২নং কক্ষ থেকে ঐ উত্তরপত্রের সাড়ে ৩শ' উদ্ধার এবং ঝালকাঠী জেলার রাজাপুর সিনিয়র মাদ্রাসার শিক্ষক সাইদুর রহমান ও একই থানার চারাখালী গ্রামের মোঃ মজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে। তারা পুলিশের কাছে জানায়, বোর্ডের একশ্রেণীর অসাধু কর্মচারী যোগসাজশে ভুয়া নাম ব্যবহার করে মোট ৭শ' খাতা উত্তোলন করা হয়। তাদের বক্তব্য অনুযায়ী বাকি সাড়ে ৩শ' খাতা উদ্ধারের জন্য পুলিশ সাতক্ষীরার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালালে চক্রটি সাতক্ষীরা শহরের লাবণী মার্কেটের রাস্তায় বস্তাবন্দী অবস্থায় সাড়ে ৩শ' উত্তরপত্র ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। ১৯ আগস্ট পুলিশ তা উদ্ধার করে।

গ্রেফতারকৃত আসামীদ্বয় এই ঘটনার সাথে সাতক্ষীরা কলেজ রোডের বাসিন্দা জনৈক মুনসুর ভেণ্ডর এবং ঝালকাঠীর রাজপুর থানার কৈবর্ত্যখালীর আব্দুর রহিম ক্বারীর জড়িত থাকার কথা জানালেও অনিবার্য কারণে এখন পর্যন্ত তাদের গ্রেফতার করা হয়নি। এমনকি আটককৃত দুই আসামীর স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীও গ্রহণ করা হয়নি। অপরদিকে যশোর বোর্ডের বিভাগীয় তদন্ত কমিটি এ ব্যাপারে যে রিপোর্ট পেশ করেছে তাতে বোর্ডের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর জড়িত থাকার উল্লেখ নেই। কোন কোন কর্মকর্তা এই রিপোর্টকে সঠিক বলে মানতে রাজি নন। তাঁদের মতে, ভিতরের লোকের সহযোগিতা ছাড়া শুধু বাইরের লোক দ্বারা এত খাতা বেহাত হতে পারে না। জানা গেছে, সাতক্ষীরার প্রভাবশালী এক আইনজীবীর সাথে মুনসুর ভেণ্ডরের ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। তাঁর প্রভাবের কারণে পুলিশ মুনসুরকে গ্রেফতার করতে পারছে না।

উল্লেখ্য, ভাণ্ডারিয়া সরকারী কলেজের প্রভাষক সুলতান আহমদের নামে উক্ত ৭শ' উত্তরপত্র উত্তোলন করা হয়। প্রকৃতপক্ষে ভাণ্ডারিয়া কলেজে ঐ নামে কোন প্রভাষক নেই।